তারিখ 09 JAN 2018
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

উন্নত বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসরণের আহ্বান

ঢাবি ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

'আনন্দে জাগি আজ প্রাণের উষ্ণতায়, বন্ধন হোক অটুট ইতিহাসের এই মিলন মেলায়' শ্লোগান নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ১৫তম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল দিনব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) এ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান, সম্মাননা ও বৃত্তি প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র প্রভৃতি। ক্যাম্পাস জীবনের অসংখ্য স্মৃতিচারণের লক্ষ্যে প্রাণের টানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে পাস করা বিভিন্ন পেশার প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এ পুনর্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। এতে তাদের মধ্যে একটি আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সকালে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খান। পরে টিএসসি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আকবর আলী খান বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নত বিশ্বের নিকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুকরণে পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এধরনের পাঠ্যক্রম মোটেও দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। এদেশের সর্বস্তরে, এমনকি শিক্ষাব্যবস্থায়ও গ্রেশাম'স ল চলছে। গ্রেশাম'স ল হচ্ছে অর্থনীতির একটি সূত্র। যার মূল কথা হচ্ছে 'ভালো লোকদের তাড়িয়ে দেয় খারাপ লোকেরা'।

তিনি বলেন, আমরা এখন সব বিষয়ে অনার্স পড়াচ্ছি। উন্নত বিশ্বে যেমন হার্বার্ড, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটি হয় না। অনার্সে সাধারণত কিছু মৌলিক বিষয় শেখানো হয়। এরপর উপরের বিষয়ে পড়াশুনা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিচের দিক থেকে বিশেষায়ণ শুরু করেছি, উপরের দিকে আর বিশেষায়ণ খুঁজে পাচ্ছি না। এতে শিক্ষার্থীদের পরবর্তীতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই এই অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা ক্রমশ অন্ধকারের দিকে যাব। এসময় তিনি উন্নত দেশগুলোর উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।

আলোচনা সভায় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ও অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, ড. আব্দুল মোমেন চৌধুরী, মোফাক্কারুল ইসলাম প্রমুখ।

ড. আকবর আলী খান আরো বলেন, ১৯৬৫ সালে যখন আমি এই বিভাগ ছেড়ে চলে যাই, তখনকার অবস্থা এবং আজকের এই বিভাগের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে পরিবর্তন হয়নি এই বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সম্পর্কের।

আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, ১৯২১ সালে কয়েকটি বিভাগ নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইতিহাস বিভাগ। ইতোমধ্যে এ বিভাগ দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে। কিন্তু এ বিভাগে আমরা যারা অধ্যয়ন করেছি তাদের সকলের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করেছে ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

ড. সোনিয়া নিশাত আমিন বলেন, যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের জন্য প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী তথা মিলন মেলা একটি অনন্য সাধারণ বিষয়। এর মাধ্যমে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং গৌরব, ঐতিহ্য ও সাফল্যগাঁথা অতীতের অসংখ্য স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ ঘটে।

অনুষ্ঠানে 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার- ২০১৫' ও 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার- ২০১৪' লাভের জন্য ড. সোনিয়া নিশাত আমিন ও অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলওয়ার হোসেনকে সম্মাননা ক্রেস্ট দেয়া হয়। এছাড়া, বিভাগের গবিব ও মেধাবী ১৭ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। টিএসসি মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। এতে বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবনের নানা স্মৃতিচারণ করেন।